ব্রন্দসী সাহিত্যপত্র - নাগিনীছন্দ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

খবর ছিল, ওঁর বেহালা শুনে ফিংফোটা জ্যোৎস্নায় সাপ এসে ফনা তুলে নাচে। তাই, আমি শশীর সঙ্গে তারকবাবুকে দেখতে গেলুম।

গাঁয়ের পাশে রেলরাস্তা থাকলেও সাপ ছিল অসংখ্য। সভ্যতার বিদ্ধে ব্যর্থ লড়াই করার সাক্ষী তাদের থ্যাঁতলানো শরীর প্রায়ই দেখতে পেতুম রেলের দুপাশে পড়ে আছে। আর এই শশীর এক ভাই সাপের কামড়ে মারা পড়েছিল ছেলেবেলায়। শশী বলতো তার ভাইটি বাঁচলে আমার বন্ধু হত সেই, শশী নয়। কারণ শশীর বয়স আমার চেয়ে বেশ কিছুটা বেশি।

এই কথা বলার ফলে শশী আর আমাদের মধ্যে একটা ফাঁক সৃষ্টি হয়ে গেল, শশী তা টের পায়নি। আমি পেতুম। মাঝে ম াঝেশশীর দিকে তাকিয়ে ভাবতুম, এ শশীটা আমার মনের মতো নয়। তার সেই মরা ভাইটির জন্যে অদ্ভুত একটা বিচ্ছেদের দুঃখ অনুভব করতুম। আর শশীর সঙ্গ ধরার দণ আমিও আমার মনের মতো নই মনে হয়। কয়েকটা বছর ঠেলে পেছনে হটাতে আমার কী যে কষ্ট হত! তা না হলে তো শশীর নাগাল পাওয়া যাচ্ছিল না।

তাই আমার ভয় হত, ঠিকঠাক সময়ের আগে যে আমি বুড়িয়ে যাব এবং মৃত্যু হবে ত্বরান্বিত -- তা ওই শশীর কারণে। শশীরভাই বাঁচলে এটা হত না। সাপ, শয়তান সাপ! যে তোদের ঠোঁটে রেখেছে মৃত্যুর পরোয়ানা, তাকে আকে আমি ক্ষমা করব না।

রেল রাস্তার এক পারের গয়ে পাট চাষ তদারককারী সরকারি লোক আমার বাবার সঙ্গে আমি থাকি আর শশিরা থ াকে। অন্য পারে গাঁয়ে যার বেহালা শুনে সাঁপ নাচে, সেই তারক বাবু থাকেন। বাবার কাছে চলে আসার কতদিন পর এই খবর শুনে শশীর সঙ্গে তারকবাবুকে দেখতে গেলুম।

একটা পুরনো ভাঙচোরা বাড়িতে তারকবাবু থাকেন। চারদিকে তার অগোছাল ছোট বড় উঁচু নিচু গাছপালা। নানা ধরনের ঘাস। স পায়েচলা পথটার ওপর ঘাসের লকলকে আঙুল ঝুঁকে আছে। আর গাছপালারও চেহারায় জংলী র াক্ষুসে ঝাকড়মাকড় ভাব। পাঁচিল ছুঁয়ে চারপাসে লোভের ও ষড়যন্ত্রের কয়েকশো আঙুল কাঁপছে। হাওয়া দিচ্ছে উষ্কা নির ভঙ্গীতে। ফিসফিস ষড়যন্ত্র যাচ্ছে শোনা।

এ কোথায় এলুম শশী! ...অস্বস্তিতে বলে উঠলুম।

শশী বলল, কেন? নিরিবিলি জায়গা। আর্টিস্টের পক্ষে উপযুক্ত। তাই না? তবে দেখে পা বাড়াস। শালা, সবখানে শুধু স াপের রাজত্ব।

আরও একটু ভয় বাড়ল। বিকেল তরতর করে চলে যাচ্ছে। আবছায়া ঘন হচ্ছে। এরই মধ্যে পোকামাকড় চাপা ডাকতে লেগেছে। পাখিদের ডাক থেমে যাবার তর সইছে না। এরই মধ্যে রাত তার দুই একটা জিনিস আগাম পাঠিয়ে কিউতে জ ায়গা দখল করতে চাইছে। চারপাশে একটা অধৈর্যের ভাব চনমন করতে দেখছিলুম। উত্তেজনা পেয়ে বসছিল আমাকে।

জীবনে সেই প্রথম টের পেলুম প্রকৃতি কী জিনিস! এতটুকু জায়গা খালি পেলেই তার আগ্রাসী হাত এসে দখল করে ফেলে।আমি পা তুললেই সেইখানটা তার নাগালে চলে যেতে দেরী সয় না। তার যত কাচচাবাচচা এসে ঘরকন্না - খেল াধূলা করতে থাকে।ঘাস পোকামাকড় আর সাপেরা হুড়মুড় করে এসে পড়ে। আমি এতটুকু অসতর্ক হলেই তার দ্বারা অ

াত্রান্ত হই। তাই ভাবলুম, এই-আর্টিস্ট- ভদ্রলোকের কী হবে! চারদিক থেকে ওঁকে ঘিরে ফেলল যে! উনি কি সব জেনেও চুপ করে থাকেন -- নাকি জানেনই না?

সেই সময় হঠাৎ টের পেলুম যে, সারাক্ষণ বেহালা বেজেছে, আমার কানেই আসেনি। শশী আমার দিকে চোখ টিপল। আমিও ইশারায় জানালুম, হুঁ, শুনছি।

শশী বলল ফিসফিসিয়ে, একটা কথা। এখানে এসেছিলুম জানলে বাবা আমাকে বকবেন। খর্বদার, কাকেও বলবিনে।

তারপর সে দরজায় টোকা দিল। আমি তারকবাবুর নেপথ্য বেহালা শুনছি। মাথায় অদ্ভুত সব ভাব আসছে। উনি কি খুব বিপন্ন? ওই সুরে আর্তনাদ আছে কি? পরেই মনে হচ্ছে, নাকি এ আনন্দের চাপল্য -- নাকি বন্দীর বন্দনা? আবার মনে হল, নাকি শুধু অভ্যাস ---হাতেরই!

শশী আবার বলল, তুই কিন্তু হাঁ করে তাকিয়ে থাকবিনে। একটু স্মার্ট হোস।

একটু হাসলুম শুধু।

উনি নিজে থেকে কথা না বললে মুখ খুলবিনে।

ফের হাসলুম শুধু।

চুপচাপ বসে পড়বি গিয়ে। কেউ তোকে বসতে বলবে না।

এবং হাসলুম শুধু।

তখন শশী বলল, ভ্যাবলা কোথাকার!

আমার অনেক লোভ এখন। আজ রাতে জ্যোৎস্না উঠবে। তারকবাবুর বেহালা শুনে সাপ এসে নাচতে দেখব। সেই সাপ -- যা শশীর ভাইকে মেরে ফেলেছিল। সেই সাপ -- যা আমার শত্রু। আমি তখন কী করব? মনে হল, এসবের বিদ্ধে লড়াই করার বয়স আমার এখনও হয়নি। ষোল বছর বয়সে এসব কিছু করতে যাওয়ার ঝুঁকি আছে। অবশ্য, শশী পারলেও পারে। কিন্তু সে কিছু করবে না। কারণ, সে বোধ তার নেই-ই। আমার আছে। সারা গায়ে চোখ ফোটার মতো ওই বোধ ষোল বছর বয়সটাকে কাঁসর ঘন্টার মতো বাজাচ্ছিল।

যে দরজা খুলল, তাকে দেখে, শরীর বারণ ভুলে হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিলুম। তারকবাবুর বউর কথা শশী আমাকে বলেছিল। আমার ষোল বছর বয়সটা এমন যে প্রেম - ভালবাসা কী বোঝেনা, শুধু যৌনতার হাত বাড়িয়ে মেয়েদের ছুঁতে চায়। তারকবাবুরবউকে দেখে সে চুপিচুপি যৌনতার আঙুল তুলতে গেল। পলকে মনে হল, কী যেন পাব -- কী যেন পেতে যাচ্ছি -- শশী নিছক বাজনা শুনতে আর আমিও সাপের নাচ দেখতে আসিনি জ্যোৎস্না রাতে।

তারকবাবুর বউ একটু হেসে দরজার পাশে দাঁড়াল। শশী আমার হাতটা ধরে টানল। দুজনে ভিতরে গেলুম। পিছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। পরের ঘরটায় ঢুকে দেখি, গদিওয়ালা সেকেলে বিশাল খাটের ওপর একজন কালোকুচ্ছিত বেঁটে গুঁফো লোক গেঞ্জি গায়ে আর লুঙ্গি পরে বসে আছে। তাঁর কাঁধে বেহালা টানটান, ছড়টা আনাগোনা করছে, চিবুক বেহালায় বেঁধা, এবং সে চোখ তুলে আমাদের দেখল মাত্র। আমরা দুটো মোড়ায় বসে পড়লুম।

এই তারকবাবু! ইমেজ ছিল, ভেঙে গেল। তারকবাবুর বউ বারান্দার দিকে চলে গেল। আমি ঘরের ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখছিলুম। দেয়াল টুটাফাটা, ময়লা। আলনায় কিছু কাপড়চোপড় আছে। তাক ভরতি শিশিবোতল। এককোণে টেবিল আয়না। খাটের তলায় কিছু বাক্সপেঁটরা। দেয়ালে দেবদেবীর ক্যালেণ্ডার আর বাঁধানো কিছু ফোটো আছে। আরেকটা তাকে পেতলের ছোট্ট খাটে দেবতা, গঙ্গাজলের পাত্র, ধূপদানী, এইসব। একপাশে একটা কালো হারমোনিয়ামের বাক্স আর ডুগিতবলা রয়েছে। তার পাশে একজোড়া পেতলের কিংবা কাঁসার তৈরি জঙ -- চামটিবাঁধা বকলেসওয়ালা। কে নাচে?

বাজনার সুরে মন লাগছিল না। তখন কতসব বাজনা তো শুনতে পাই রেকর্ডে, রেডিওতে। কত আশর্চ্য সব সুর। তারকবাবুর বাজনায় তেমন চমক ছিলই না। তেমন মিষ্টতাও ছিল না।

একটু পরেই তারকবাবুর বউ হেরিকেন জ্বেলে টুলে রেখে গেল। জানলার বাইরে সন্ধ্যা এসে গেছে। রডে লতাপাতা উঁকি দিতে দেখলুম। আর কয়েক ইঞ্চি এগোলে তারা বিছানা ছুঁতে পারে। আবার তারকবাবুর বউ এল ট্রে নিয়ে। তিন কাপ চা একটা প্লেটে চানাচুর। শশী আমার দিকে চোখ টিপে হাসল। আমিও।

তাই দেখে এতক্ষণে বাজনা থামল তারকবাবুর। বেহালাটা বিছানায় রেখে একটু হেসে বলল, আয় শশী। অনেকদিন আ সিস নি।
শশী বলল, শরীর ভালো ছিল না তারকদা, এ ঝন্টু -- এখানকার এগ্রিকালচার অপিসের এক ভদ্রলোকের ছেলে। তোম ার বাজনা শুনতে এল।
তারকবাবু বলল, তাই বুঝি। চা খাও, ভাই।
লোকটির অমায়িকতা মুগ্ধ করল। চেহারার উল্টো। শশী বলল, ষ্টেশনবাবুর টিউশনিটা ছেড়ে দিলেন কেন?
তারকবাবু নাকের ডগা কুঁচকে জবাব দিল, পোষাল না ভাই। সাতমাসে হাত দিয়ে সরগম উঠল না। নিজেরও তো একটা চক্ষুলজ্জা আছে। তাছাড়া -- মেয়েটা...
শশী বলে দিল, হ্যাঁ -- মেয়েটার আজকাল ভীষণ বদনাম শুনছি।
তারকবাবু চোখ নাচাল। ...হুঁ -- খালাসীটা --- মানে অলক যদ্দিন না ট্যান্সফার হচ্ছে, তদ্দিন ওর কিস্যু হবে না। ঠারেঠে ারে ষ্টেশনবাবুকে বলতে গিয়েই তো তেড়ে মারতে এল আমাকে। ওরে শালা! আমি তারক ব্রহ্মচারী -- বেহালা বা জিয়েই যেন খাই!
শশী বলল, অলককে আমরা ঠুকব ভাবছি, তারকদা।
ঠুকবে? ...তারকবাবু চাপা গলায় আর ভু কুঁচকে বলে উঠল। ...তাই ঠোকো শালাকে। শালা বেতামিজ কাঁহেকা। দাও শালার বাপের নাম ভুলিয়ে। ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ের...
তারকবাবুর বউ তাকিয়ে তাকিয়ে ওদের কথা শুনছিল। এবার ফোঁস করে বলল, আর ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েটি বুঝি সতীসাবিত্রী? ঠুকতে হলে ওকেও ঠোকো -- তবে না!
শশী হাসতে লাগল। ...হুঁ --বউদি ঠিকই বলছে। কিন্তু মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়া যায় না যে!
তারকবাবু ঝুঁকে হিংস্রমুখে বলল, চুল কেটে নাও না মাগীর!
শশী বলল, চুল কাটব?
হুঁ-উ। একটা কাঁচি নিয়ে গিয়ে --বুঝেছ? কচাকচ্ কচাক্ দাও চুল কেটে।
তারকবাবুর বউ ভেংচি কেটে বলল, হুঁ --- গুমশায়ের পরামর্শ নাও! ...বলে চলে গেল বারান্দার দিকে।
তারকবাবুর ইমেজটা এবার ফের বদলেছে আমার সামনে। কিন্তু মজা পাচ্ছিলুম। এই শশী, তারকবাবু, তারকবাবুর বউ একটা ব্যাপার নিয়ে বেশ কথা বলবার পেয়েছে। আমার অবশ্য কিছু নেই। আমি বহিরাগত। আমার কিছু বলতে ইচ্ছা করল। ...আপনি চমৎকার বেহালা বাজান তো! ...তারকবাবুকে বললুম। ...এত ভালো লাগছিল! এমন কতদিনই শুনিনি। অপূর্ব !
তারকবাবু চেহারা পাল্টে মৃদু হাসল। ...শশী তবলা নে। আয়।
শশী উঠে তবলাবাঁয়া নিয়ে বিছানায় গিয়ে বসল। আমি অবাক হয়ে বললুম, তুই তবলা বাজাতে পারিস শশী? বলিসনি তো?
শশী জবাব না দিয়ে তবলায় চাপা বোল তুলতে লাগল। তারকবাবু বেহালা তুলে নিল। ছড়ে মাঞ্জা দিয়ে টানতে থাকল তারের ওপর। তখন আমি বললুম, নাচে কে?
কেউ জবাব দিল না আমার কথার। ওরা জোর জাঁকজমকে বাজনা জুড়ে দিল। সে বাজনা আর থামবার লক্ষণ নেই। দরজারবাইরে খোলা বারান্দা দেখা যাচ্ছে। সেখানে জ্যোস্না পড়েছে। উঠোনের ওপাশে কালো গাছপালা একটু - একটু হাওয়ায় দুলতেই জ্যোৎস্না গড়াচ্ছে শব্দহীন। এই তেলতেলে জ্যোৎস্নার চাপা চাকচিক্যে সারাক্ষণ সাপেরা - অজস্র কিছু খনখনে আলো - আঁধারময় সাপেরা ঝাঁপ দিয়ে বুকে হেঁটে বেড়াচ্ছে মনে হল। হাজার হাজার সাপ। গায়ে - গায়ে জড় াজড়ি, চলাফেরা, চারপাশে। কীভাবে বাড়ী ফিরব ভেবে পেলুম না। একবার ঘরের ভিতর হেরিকেনের আলো দেখছিলুম -- আবার বাইরের তাকাচ্ছিলুম। বাইরের জ্যোৎস্নাময় পৃথিবী -- গাছপালা ইত্যাদির ওপর পিছল জ্যোৎস্না, এবং ত াদের ওপর হাওয়া এসে পড়ায় অবিকল হাজার হাজার সাপকেই দেখা যাচ্ছিল। তাহলে কি তারকবাবুর বেহালার সঙ্গে এইসব অলৌকিক সাপ জুড়ে দিয়েই খবর তৈরি হয়?

একসময় একটু ঝুঁকে দেখি, বারান্দার ধারে রোয়াকে বসে আছে তারকবাবুর বউ। চুপচাপ। একটা হাত উর ওপর, অন্যটার কনুই উঁচু রোয়াকে ভর করে করতল গালে রেখেছে। কী ভাবছে -- কীই বা করছে মহিলা? খুব রহস্যময় মনে হল।
কিছুক্ষণ পরে এদের বাজনা থামল। তখন ফের আমি জং দুটো দেখিয়ে বললুম, কার? কে নাচে?
শশী হেসে উঠল। তারকবাবুও খিকখিক করে হাসলো। তারপর বলল, দেখবে তুমি? ওগো একবার এদিকে এসো। শোনো।
তারকবাবুর বউ এল না। শশী বলল, থাক। সেই গৎটা বাজান। রে সা নি রে সা...
তারকবাবু তবু ডাকতে লাগল বউকে। ...এদিকে এসো গো! ও সরমা! শুনছ? আহা, এসোই না!
ওর নাম সরমা? সরমা এসে বলল, কী?
আমাদের অফিসারবাবুর ছেলে তোমার নাচ দেখবে বলছে!
আমি উৎসাহিত হয়ে বললুম, আপনি নাচেন বউদি? বাঃ! একবার নাচ দ্যাখান না!
তারকবাবু বলল, ওর সামনে সংকোচ কিসের? ও আমাদের ছেলের মতো। নাও -- এসো।
সরমা ঠোঁট কামড়ে কী ভাবছিল।
তারকবাবুর মুখটা কেমন হয়ে এল। বলল, আঃ কী ঢঙ করছ? জং নাও না!
সরমা এবার কেমন হেসে আমার দিকে তাকাল। ...আজ আমার শরীরটা ভালো নয় ভাই। কাল এসো, কেমন? কাল তোমাকে নাচ দেখাব।
তারকবাবু নিষ্ঠুর মুখে বলে উঠল, আবার ও কাল তোমার নাচ দেখতে আসবে! এখন এমন চমৎকার মুডটা এসে গেছে আমার! জঙ বাঁধো!
শশী তবলায় লহরা বাজিয়ে বলল, হ্যাঁ বউদি। আমারও। দাণ মুড। বোল শুনে টের পাচ্ছ না?
তবলা বাজতে থাকল। বেহালা বাজতে লাগল। সরমা কিন্তু চুপচাপ ঠোঁট কামড়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।
নিজেকে অপরাধী মনে হল আমার। বললুম, থাক্। কালই হবে। আজ আপনার শরীর খারাপ যখন!...
তখন তারকবাবু গর্জে উঠল।... কী হচ্ছে কী? পেটের ছেলের সামনে ছেনালীপনা হচ্ছে? জং বাঁধতে লাগল।
বেহালা শুনলুম। তবলা শুনলুম। এবং ঝঙের ঝুমঝুম শব্দের সঙ্গে নাচও দেখলুম।
বেদেরা ডালা খুলে লেজ ধরে সাপ টানে। সাপ বেরিয়ে এসে ফশা দোলায়। বেদে লাউখোলের নাগিনবাঁশি বাজায়।
খবর ছিল, তারকবাবুর বেহালা শুনে জ্যোৎস্নারাতে সাপ নাচে। তাই শুনে দেখতে গিয়েছিলুম। দেখলুম। ভালো মন্দ কী বলব? বেদেরা তো নাচায়। দেখেছিতো। কিছু মনে হয় না।
ফেরার পথে শশী বলল, না নাচলে তারকদা কী করত জানিস? মেরে দম বের করে ফেলত। বউদি ওর ছাত্রী ছিল একসময়। তখন থেকেই মার খাওয়ার অভ্যেস আছে। ...তারপর শশী হাসতে হাসতে বলেছিল, মাইরি, শালা তারকদা কী ঢ্যামনা জানিস? মেয়েটাকে বাজনা শেখাতে গিয়ে বের করে এনেছিল।

পাশের রেলরাস্তায় সভ্যতার বিদ্ধে ব্যর্থ লড়াই করা সাপের থ্যাঁতলানো দুভাগ শরীর পড়ে থাকতে দেখতুম।
একদিন সরমার ন্যাংটো শরীরটাও রেলপাটির দুপাশে দুভাগে পড়ে থাকতে দেখলুম। তার লড়াইটা কার বিদ্ধে, কেমন করে হল, এসব বলার জন্য গল্প লিখতে আমি বসিনি। আসলে আমার কোন বক্তব্যই নেই। এ নিতান্ত একটা অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক রিপোর্ট --- যার শেষ কয়েক লাইন হচ্ছে ঃ
সাপুড়েরা নাগিনবাঁসী বাজায়, আমরা সাপকে নাচতে দেখি। সাপবিজ্ঞানীদের মতে সাপ কিন্তু সত্যি সত্যি নাচে না। সে ক্রুদ্ধ হয়ে ফশা তাক করতে থাকে। ওই তার ছোবল মারার ভঙ্গী। বিষদাঁত ভাঙ্গা অসহায় সাপের ওই আক্রমনোদ্যত ভঙ্গী দেখে আমরা বোকার মতো ভাবি সাপটা নাচছে। ঠোঁট থেকে মৃত্যুর পরোয়ানা কেড়ে নিলে সাপ আর বাতাসে দুলন্ত লতার ফারাক কী?

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com